ইউনিট ৫

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ভূমিকা

আপনার পকেটের ১০০ টাকার নোটটি ভালো করে পরীক্ষা করুন। দেখবেন এতে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের স্বাক্ষর। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি সরকারের ব্যাংক, এটি অন্যান্য যত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আছে তাদের মুরুব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এর কার্যক্রম পূর্বে বর্নিত ব্যাংকের কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নিশ্চয়ই এ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার জানতে ইচ্ছে করছে। তাহলে আসুন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

পাঠ- ১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ঠ্য ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- ☞ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে

কোন একটি স্বাধীন দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সরকার তার নিয়ন্ত্রণে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। পৃথিবীর সকল দেশে এই ব্যাংক একটি একক ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং সামগ্রীক ব্যাংক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণে মুদ্রা মান সংরক্ষণ করা, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা, নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা, সামগ্রিক ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা এবং সরকারের ব্যাংক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।

বিভিন্ন অর্থনীতিবীদ ও ব্যাংক বিশারদগণ বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

- অধ্যাপক কীস্চ (Kisch) ও এলকিন (Elkin) এর মতে যে ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখা তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

- অধ্যাপক আর এস সেয়ার্স (R S Sayers) এর মতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা সরকারের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করে এবং ঐ কাজগুলো সম্পাদনের সময় বিভিন্নভাবে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের উপরে প্রভাব বিস্তার করে সরকারের আর্থিক নীতি বাস্ড়বায়ন করে থাকে।

উপরের সংজ্ঞা দুটি বিশ্লেষণ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিলিখিত বিষয়গুলো বুঝা যায়:

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
২। এই ব্যাংক এককভাবে দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব পালন করে।
৩। এটি দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং কাঠামোর শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান।
৪। দেশের অর্থনীতিতে সমতা আনা এবং মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা এই ব্যাংকের কাজ।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকারের ব্যাংক হিসাবে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে, মুদ্রামান সংরক্ষণ করে, আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের নেতৃত্ব দেয় এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সরকারের নিয়ন্ত্রন এমন একটি একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা দেশের অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি ব্যাংক হিসাবে বিবেচনা করা হলেও এর এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা একে অন্য সকল প্রকার ব্যাংক থেকে আলাদা করে। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১। **একক সংগঠন:** যে কোন দেশে কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে তাই একে একক সংগঠন বলা হয়। তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা থাকতে পারে।

২। **আইনগত স্বত্তা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী অধ্যাদেশ অনুযায়ী গঠিত হয় বলে এর শক্তিশালী পৃথক আইনগত স্বত্তা থাকে।

৩। **মালিকানার ধরন:** এই ব্যাংক শুধুমাত্র সরকারী মালিকাণায় বা সরকারী - বেসরকারী যৌথ মালিকাণায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তবে বর্তমান যুগে প্রতিষ্ঠিত সরকারী মালিকানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যাই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমস’ সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকাণায় প্রতিষ্ঠিত।

৪। **উদ্দেশ্যের ভিন্নতা:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো মুনাফা অর্জন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কোন দেশের মোট মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করাই এই ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য।

৫। **নোট প্রচলন:** দেশের মধ্যে নোট প্রচলন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রেও এই ব্যাংক একক দায়িত্ব পালন করে।

৬। **মুদ্রা মান সংরক্ষণ:** বিদেশী বাজারে দেশী মুদ্রার মূল্যমান সন্মানজনক অস্থায় সংরক্ষণ করা এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার ক্রয় ক্ষমতা ঠিক রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৭। **সরকারী নিয়ন্ত্রণ:** পৃথিবীর সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থমন্ত্রনালয় বা অর্থ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত হয়। এই ব্যাংক যৌথ মালিকাণাধীন হলেও এর পরিচালনা পর্ষদের সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

৮। **সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা:** এই ব্যাংক সরকারের পক্ষে সরকারের ব্যাংক হিসাবে অর্থের লেনদেন করে এবং সরকারী তহবিলের সংরক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। এজন্য এটাকে সরকারের ব্যাংকও বলা হয়।

৯। **অর্থ বাজারের অভিভাবক:** দেশের অর্থ বাজারের গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১০। **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার ও নিয়ন্ত্রক:** এই ব্যাংকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃক তৈরী করা আর্থিক নীতিমালা ও নির্দেশাবলী মেনে চলতে হয়। এদেরকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব খুলতে হয় এবং আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা করতে হয়।

১১। **ঋণের শেষ আশ্রয়:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সরকার বা অন্য যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক আর্থিক সংকটে পড়লে তাদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে। তাই অধ্যাপক হট্রের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল।

১২। **বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক এককভাবে কোন দেশের বৈদেশিক বিনিময় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে, রিজার্ভ সংরক্ষণ করে, আভ্যন্তরীণ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ বিষয়ে বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি সমস্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য সম্পাদন করে। এই ব্যাংকটি জাতীয় স্বার্থে কাজ করে-মুনাফা অর্জন করা এর মূল উদ্দেশ্য নয়। এই ব্যাংক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পারন করে। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করা হল:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

১) নোট ইস্যু ও নিয়ন্ত্রন করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে প্রচরিত বিহিত মুদ্রা প্রচলন করে। যেমন- বাংরাদেশ ব্যাংক ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট ইস্যু বা প্রচলন করে। তাই এসব নোটের গায়ে ব্যাংকের প্রধান অর্থাৎ গভর্ণরের স্বাক্ষর থাকে। একটি কথা মনে রাখবেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছে করলেই যে কোন পরিমাণ নোট ইস্যু করতে পারে না। কারণ নোট ইস্যু করার জন্য এই ব্যাংকটিকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার বা পাউন্ড) রিজার্ভ হিসেবে জমা রাখতে হয়। আন্ড়র্জাতিক অর্থ তহবিল (বা) এই রিজার্ভের হার নির্ধারণ করে দেয়।

২) সরকারের ব্যাংক: সরকারেও কিন্তু আয়-ব্যয় দুটোই আছে। কর ও অকর রাজস্বসহ নানা উৎস থেকে সরকার আয় করে এবং সরকারী সংস্থার কর্মচারীদের বেতন প্রদান ও উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করে। এই আয়-ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সরকারকে একটি ব্যাংকের সাহায্য নিতে হয়। সরকারের এই ব্যাংকটি মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সরকার আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ এই ব্যাংকে জমা রাখে। আবার সংকটের সময় এই ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের জন্য উপরোক্ত কার্য সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে আর্থিক বিষয়ে নানাবিধ পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

৩) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক: দেশের অন্যান্য ব্যাংক ইচ্ছামত কার্য সম্পাদন করতে পারে না। ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করতে হয়। কোন ব্যাংক এই নীতিমালার বাইরে কার্য সম্পাদন করলে বাংরাদেশ ব্যাংক ঐ ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে। ব্যাংকগুলো বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূরকভাবে বাংরাদেশ ব্যাংকে জমা রাখে এবং সংকটের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে।

৪) ঋনের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল: পূর্বেই বলেছি বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করে। জনগণের উত্তোলন চাহিদা পূরণ করার জন্য একটি অংশ নিজের কাছে রাখে এবং অপর অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। জনগণের উত্তোলন চাহিদা বেড়ে গেলে সংশি�ষ্ট ব্যাংকটি সামাল দেওয়ার জন্য আবার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিবে। ধরুন, সোনালী ব্যাংকের কাছে মাস শেষে আমানতকারীদের উত্তোলন চাহিদা পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত নগদ টাকা নেই। এই অবস্থায় ব্যাংকটি কি করবে? নিশ্চয়ই আমানতকারীদের ফিরিয়ে দিবে না। কারণ এতে আমানতকারীদের মনে ব্যাংকটির আর্থিক স্বচ্ছলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সংকট নিরসনের জন্য সোনালী ব্যাংক অন্য যে কোন ব্যাংক, যেমন- অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংকের কাছে ঋণ চাইবে। এই ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে অপরগতা প্রকাশ করলে তখন কি করবে? কোথায় যাবে? এবার যাবে তার নিজের ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে ফিরিয়ে দিবে না। অবশ্যই প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করবে। সুতরাং আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দানে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ করতে পারি।

৫) বিনিময় হার ঠিক করা: ধরুন, আপনার হাতের ঘড়িটি জাপানি। এই ঘড়িটি জাপান থেকে এমনি আসেনি। এটিকে ক্রয় করতে হয়েছে। বিদেশের সাথে বাংলাদেশের এই ক্রয়-বিক্রয়কে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে আমাদের দেশের পণ্য বিদেশে বিক্রয় হচ্ছে এবং বিদেশী বহু পণ্য আমাদের দেশে আসছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন। বৈদেশিক বিনিময় আর কিছুই নয়, এটি মূলত: একটি দেশের মুদ্রার সাথে অন্য একটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার। খবরের কাগজে বা রেডিও-টিভিতে শুনে থাকবেন যে, টাকার সাথে ডালারের একটি বিনিময় হার আছে। যেমন, ১ ডলার = ৬৫ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু ডালারের সাথে নয়, পৃথিভীর প্রায় সব মুদ্রার সাথে টাকার একটি বিনিময় হার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই হার স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

৬) ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর: চেকের মাধ্যমে আপনি আপনার ধার-দেনা শোধ করতে পারেন। ধরুন, আপনার বন্ধুকে ধার শোধ বাবদ ১০০ টাকার একটি চেক প্রদান করলেন। আপনার হিসাব সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় এবং আপনার বন্ধুর হিসাব জনতা ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখায়। আপনার বন্ধু চেকটি জনতা ব্যাংকের তার নিজের হিসাবে জমা করবে। অতঃপর জনতা ব্যাংক এই চেকের অর্থ সোনালী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করবে। মনে রাখবেন এ ধরনের সংগ্রহের জন্য জনতা ব্যাংকের

কোন কর্মীকে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় আসতে হবে না। চেকটির অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ হয়ে আপনার বন্ধুর হিসাবে জনতা ব্যাংকের ঐ শাখায় জমা হবে। এই প্রক্রিয়াকে ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ধরনের আন্ড়ঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।

৭) ঋণ নিয়ন্ত্রণ: পূর্বের আলোচনায় জেনেছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়; একে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আবার অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে কম হলে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়; একে মুদ্রা সংকোচন বলে। দু'টি অবস্থাই অসুবিধাজনক। এ কারণে ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই করতে হয়।

৮) উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ: সরকার উন্নয়নমূরক কার্য সম্পাদনের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রয়োজন হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ সংক্রান্ড় ব্যাপারে সহায়তা করে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছেন। এবার আসুন এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করি। এবারের আলোচনায় আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজকে নিচের পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারিঃ

ক) মৌলিক কার্যাবলী

১. নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা।
২. মুদ্রা মান ঠিক রাখা।
৩. মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা।
৫. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা।

খ) সকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ

১. সরকারী তহবিল সংরক্ষণ।
২. সরকারের রাজস্ব ও পাওনা সংগ্রহ ও স্থানান্তর।
৩. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ।
৪. সরকারকে ঋণ দেওয়া ও ঋণের তত্ত্বাবধান করা।
৫. সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।
৬. সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা।
৭. সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ

১. নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া এবং তালিকাভুক্ত করা।
২. আন্ড়ঃ ব্যাংক দেনা পাওনার নিস্পত্তিতে নিকাশঘর হিসাবে কাজ করা।
৩. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহকে ঋণ দেওয়া।
৪. তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ তদারকি করা।
৫. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করা।
৬. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করা।
৭. তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে বিধিবদ্ধ জমা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
৮. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী

১. উৎপাদনমুখী খাতের উন্নয়নে সহায়তা দান।
২. দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
৩. বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়নে কাজ করা।

৪. সরকারের আর্থিক পরিকল্পনার মানোন্নয়নে সহযোগিতা করা।
৫. ব্যাংকিং খাতের জনশক্তির মানোন্নয়নে কাজ করা।
৬. প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন করা।

ঙ) অন্যান্য কার্যাবলী
১. অর্থনৈতিক গবেষণা করা।
২. তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
৩. বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরী ও প্রকাশনা করা।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ বিভিন্নমুখী এবং অন্য যে কোন ব্যাংক থেকে আলাদা। নিচে এসকল কাজের বিস্ত্মারিত আলোচনা করা হলো:

মৌলিক কার্যাবলী

১. নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা: বর্তমান বিশ্বে সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এককভাবে নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে। এটিই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২. মুদ্রা মান ঠিক রাখা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধুমাত্র নোট ও মুদ্রার প্রচলনই করে না বরং এর মূল্যমাণ সংরক্ষণ করার জন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে মোট অর্থের জোগার নিয়ন্ত্রণ করে, বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশী মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে এবং দেশের মুদ্রামাণকে স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়।

৩. মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের স্বার্থে একটি শক্তিশালী মুদ্রা বাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সহযোগিতা করে।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা: পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ না পেলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য যেমন গড়ে উঠতে পারে না ও উৎপাদন ব্যাহত হয়, তেমনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঋণ বাজারে সরবরাহ করা হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং বাজারদর বেড়ে যায়। তাই বাজারে ঋণের পরিমাণ কাম্য পর্যায়ে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন আর্থিক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করে।

৫. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধুমাত্র দেশের মুদ্রার সাথে বিদেশের মুদ্রার বিনিময় হারই নির্ধারণ করে না, দেশের মধ্যে বিদেশী মুদ্রার কেনা-বেচা ও আসা-যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য যেসব প্রতিষ্ঠান বিদেশী মুদ্রার লেনদেন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ ছাড়াও এর পরিমাণ কাম্যস্ত্মরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করে।

সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ

১. সরকারী তহবিল সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে সরকারের তহবিল ও উদ্বৃত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারী তহবিলের সংরক্ষক বলে।

২. সরকারের রাজস্ব ও পাওনা সংগ্রহ ও স্থানান্তর: এই ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব ও পাওনা সংগ্রহ করে সরকারের হিসাবে জমা করে। এছাড়াও সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী একস্থান থেকে অন্যস্থানে এবং এক খাত থেকে অন্য খাতে অর্থ স্থানান্ত্মর করে।

৩. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ: এই ব্যাংক সরকারের পক্ষে শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেনই করে না, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের যথাযথ হিসাবও সংরক্ষণ করে।

৪. সরকারকে ঋণ দেওয়া ও ঋণের তত্ত্বাবধান করা: আর্থিক সংকটের সময় এই ব্যাংক দেশের সরকারকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয় সরকারের বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে এবং বিভিন্ন খাত থেকে ঋণ সংগ্রহে এই ব্যাংক সরকারকে সহযোগিতা করে।

৫. সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংকের সাথে যেমন; অন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক, গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখে।

৬. সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা: এই ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, প্রয়োজনীয় চুক্তি করে ও লেনদেন সম্পাদন করে। এছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৭. সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করা: এই ব্যাংক শুধুমাত্র সরকারের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে সহযোগিতাই করে না, বরং এই নীতি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ

১. নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া এবং তালিকাভুক্ত করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরোপিত শর্ত পূরণ করলে এই ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় এবং তাকে তালিকাভুক্ত করে। ব্যাংকের নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে অনুমতি দিয়ে থাকে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আইন প্রণয়ন করে এবং ব্যাংকগুলো তা মেনে চলছে কিনা তা তদারকী করে।

২. আন্তঃ ব্যাংক দেনা পাওনার নিষ্পত্তিতে নিকাশঘর হিসাবে কাজ করা: দৈনন্দিন ব্যাংকিং কাজ করতে গিয়ে দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে আন্তঃ ব্যাংকিং দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পক্ষে এরকম দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা কষ্টসাধ্য হয়। যেহেতু সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকেরই একটি হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে খোলা থাকে তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ সকল ব্যাংকের মধ্যকার দেনা পাওনার নিষ্পত্তি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই কাজকে নিকাশঘর হিসাবে কাজ করা বলে।

৩. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহকে ঋণ দেওয়া: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধিনস্থ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনে ঋণ দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেই সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ পায় তার চেয়ে বেশি সুদের হারে মক্কেলদের ঋণ দিয়ে থাকে। যেই সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দিয়ে থাকে তাকে ইধহশ জধঃব বলে।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ তদারকি করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে শুধু ঋণ প্রদানই করে না, বরং ব্যাংকগুলো কিভাবে কোন খাতে ঋণ দিচ্ছে তাও তদারকি করে। অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেশি লাভের আশায় কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেশি ঋণ দিয়ে থাকে। দেশের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসকল ঋণ তদারকি করে থাকে।

৫. ব্যাংক সমূহের ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সম্পর্কীত বিভিন্ন আইন প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং নিজেও ঋণ দান ও ঋণ সংগ্রহের বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। এছাড়াও এই ব্যাংক ঋণ খেলাপীদের তালিকা সংগ্রহ করে এবং প্রকাশ করে অধঃস্তন ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করে।

৬. ব্যাংক সমূহের হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করা: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সঠিকভাবে হিসাবের খাতাপত্র সংরক্ষণ করছে কিনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা তদারকি ও নিরীক্ষণ করে থাকে। ফলে ব্যাংকগুলো সঠিক হিসাব রাখতে বাধ্য হয়।

৭. বিধিবদ্ধ জমা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনগণের কাছ থেকে যে আমানত সংগ্রহ করে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ জমা হিসাবে রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে হিসাব খোলা থাকে এই জমার অর্থ সেই হিসাবে রাখা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর সব দেশেই এমন বিধান রয়েছে।

৮. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের উপদেষ্টা হিসাবে ব্যাংক পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও দিক নির্দেশণা দিয়ে থাকে। এছাড়াও এই ব্যাংক বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

উন্নয়নমূলক কার্যাবলী

১. উৎপাদনমুখী খাতের উন্নয়নে সহায়তা দান: দেশের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ব্যাংক যেমন, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কুটির শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে।

২. দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা: একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব সময়ই সহযোগিতা করে থাকে। এই ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের জন্য সুবিধাজনক নীতি নির্ধারণ করে এবং নতুন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সকল স্ড়রে পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়। এছাড়াও নতুন শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভূমিকা রাখে।

৩. বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়নে কাজ করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখা, দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিদেশী রপ্তানীকারকদের আস্থা সৃষ্টি করা, বৈদেশিক বাণিজ্যিক নীতি নির্ধারণ ও বাস্ড়বায়ন করা ইত্যাদি।

৪. সরকারের আর্থিক পরিকল্পনার মানোন্নয়নে সহযোগিতা করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সামগ্রীক অর্থনীতি সম্পর্কে সরকারকে বিভিন্ন তথ্য ও রিপোর্ট সরবরাহ করে ও পরামর্শ দিয়ে দেশের আর্থিক পরিকল্পনার মান উন্নত করার চেষ্টা করে। সরকারের পরিকল্পমা মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই দায়িত্ব পালন করে।

৫. ব্যাংকিং খাতের জনশক্তির মানোন্নয়নে কাজ করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকেও উৎসাহিত করে। এ মর্মে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ব্যবস্থাগ্রহন নির্দেশিকা দেয় ও তত্ত্বধান করে।

৬. প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন করা: দেশের আবিস্কৃত ও অনাবিস্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। প্রয়োজনে সম্পদ আহোরণ ও অনুসন্ধান কাজে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

অন্যান্য কার্যাবলী

১. অর্থনৈতিক গবেষণা করা: দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন, মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক গবেষণা করে থাকে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি পৃথক সেল আছে।

২. তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং তা সরকার ও অন্যান্য তালিকাভুক্ত ব্যাংকে সরবরাহ করতে হয়।

৩. বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরী ও প্রকাশ করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নিজস্ব প্রয়োজনে বা সরকারের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরী করে যা, দেশের সামগ্রীক অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে। এছাড়াও এই ব্যাংক তার বার্ষিক কার্যক্রমের উপরে রিপোর্ট তৈরী, প্রকাশ ও বিক্রির ব্যবস্থা করে। এসব কাজের জন্য ব্যাংকের নিজস্ব প্রকাশনা ও বিক্রয় সেল থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের সরকার ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৫.১

- কোন একটি স্বাধীন দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সরকার তার নিয়ন্ত্রণে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।
- এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণে মুদ্রা মান সংরক্ষণ করা, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা, নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা, সামগ্রীক ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা এবং সরকারের ব্যাংক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।
- যে কোন দেশে কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে তাই একে একক সংগঠন বলা হয়।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী অধ্যাদেশ অনুযায়ী গঠিত হয় বলে এর শক্তিশালী পৃথক আইনগত স্বত্তা থাকে।
- এই ব্যাংক শুধুমাত্র সরকারী মালিকাণায় বা সরকারী - বেসরকারী যৌথ মালিকাণায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সরকার বা অন্য যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক আর্থিক সংকটে পড়লে তাদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে।

- এই ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় এবং তাকে তালিকাভুক্ত করে।
- এই ব্যাংক আন্তঃ ব্যাংক দেনা পাওনার নিষ্পত্তিতে নিকাশঘর হিসাবে কাজ করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যে সুদের হারে ঋণ বা অগ্রীম গ্রহণ করে তাকে ব্যাংক হার বলে।
- এই ব্যাংক ঋণ খেলাপীদের তালিকা সংগ্রহ করে এবং প্রকাশ করে অধঃস্তন ব্যাংক সমূহের ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনগণের কাছ থেকে যে আমানত সংগ্রহ করে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ জমা হিসাবে রাখতে হয়।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের উপদেষ্টা হিসাবে ব্যাংক পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও দিক নির্দেশণা দিয়ে থাকে।
- একটি দেশের অভ্যন্তরে ঋণের পরিমাণ কতটুকু হওয়া উচিত তা ঠিক করার দায়িত্ব সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. কোন দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাকে বলে-
ক) বাংলাদেশ ব্যাংক খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ) বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ) কোনটিই নয়

২. একটি দেশে সর্বাধিক কয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকতে পারে?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) যে কোন সংখ্যক ঘ) অনধিক ৫টি

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকাণার ধরণ কেমন হয়?
ক) সরকারী মালিকানা খ) সরকারী বেসরকারী যৌথ মালিকানা
গ) দুটোই ঘ) কোনটিই নয়

৪. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়
ক) মুদ্রা ও নোট প্রচলন করা খ) সঞ্চয় সৃষ্টি করা
গ) মুদ্রার মান সংরক্ষণ করা ঘ) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর যে তহবিল সংরক্ষিত থাকে তা থেকে আন্তঃব্যাংক দেনাপাওনা পরিশোধের কাজকে বলে-
ক) নিকাশ ঘরের কাজ খ) প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ
গ) জনকল্যাণমূলক কাজ ঘ) সমঝোতামূলক কাজ

পাঠ- ২ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

☞ ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলতে পারবেন

☞ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল সম্পর্কে পারবেন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝায়

সাধরনভাবে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ একটি কাঙ্খিত মাত্রায় বাজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কতটুকু ঋণ নেওয়া উচিত তা ঐ ব্যক্তি ঠিক করে থাকে, কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কতটুকু ঋণ নেওয়া উচিত তা ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ব্যবস্থাপকগণ ঠিক করে থাকে। ঠিক তেমনি একটি দেশের অভ্যন্তরে ঋণের পরিমাণ কতটুকু হওয়া উচিত তা ঠিক করার দায়িত্ব সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পালন করে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

বর্তমান যুগে ব্যবসায়ীক মুলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে বিবেচিত হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সুবিধা না পায় বা ব্যাংকগুলোর যদি পর্যাপ্ত ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে অথবা ব্যাংকগুলো যদি ঋণ দিতে উৎসাহিত না হয়, তবে দেশের মূলধনের অভাব সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়। এর ফলে দেশের সম্পদ অব্যবহৃত থাকে, বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে, ব্যাংকগুলো যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঋণ সরবরাহ করে, তবে অর্থ বাজারে অর্থের যোগান বেড়ে যাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি দেয়া দেয়, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাজারে ঋণের পরিমাণ বেশি হওয়া অথবা কম হওয়া দুটোই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্ড়রে মোট ঋণের পরিমাণ একটি কাঙ্খিত মাত্রায় বজায় রাখে। একেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

যেভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে

একটি দেশের অভ্যন্ড়রে ঋণের পরিমাণ কতটুকু হওয়া উচিত তা ঠিক করার দায়িত্ব সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পালন করে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই সব নীতি বা কৌশলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

সাধারণ পদ্ধতি

১. ব্যাংক হার নীতি
২. খোলা বাজার নীতি
৩. বিধিবদ্ধ জমার হার পরিবর্তন নীতি

নির্বাচনমূলক পদ্ধতি

১. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি
২. ভোগ্যপণ্যের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি
৩. জামানতী ঋণের প্রান্ড়িক হার পরিবর্তন নীতি
৪. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি
৫. নৈতিক প্ররোচনা পদ্ধতি
৬. প্রচারনা পদ্ধতি

ক) সাধারণ পদ্ধতি

কোন নির্দিষ্ট খাতের ঋণের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সাধারণভাবে বাজারে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার যে কৌশল কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করে তাকে সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করে থাকে।

১. ব্যাংক হার নীতি

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যে সুদের হারে ঋণ বা অগ্রীম গ্রহণ করে তাকে ব্যাংক হার বলে। এই ব্যাংক হার বাড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

যখন মুদ্রা বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সুদের হার বা ইধহশ জধঃব বাড়িয়ে দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেশি সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকও এ কারণে জনগণকে ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। এই বেশি সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে জনগণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং দেশে ঋণের পরিমাণ কমে যায়।

আবার অন্যদিকে দেশে ঋণের পরিমাণ কমে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইধহশ জধঃব কমিয়ে দেয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ঋন নিতে উৎসাহী হয়। ফলে মুদ্রা বাজারে সুদের হার কমে যায় এবং জনগণ বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ নিতে পারে। এভাবে বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়।

২. খোলা বাজার নীতি

সরকার যেমন বিভিন্ন ধরনের বন্ড ও সিকিউরিটিজ খোলা বাজারে বিক্রি করে ঠিক তেমনি বাজার হতে বিভিন্ন ধরনের বন্ড, সিকিউরিটিজ, শেয়ার ইত্যাদি কিনতেও পারে। এগুলো কেনা বেচার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুবিধাজনক শর্তে সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটিজ বাজারে ছাড়ে। ফলে যাদের অর্থ অলসভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা রয়েছে অথবা যারা নিরাপদে বিনিয়োগ করতে চায় তারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে অর্থ তুলে নিয়ে এসব সিকিউরিটিজ কেনে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ কমে যায় এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়।

আবার অন্যদিকে বাজারে ঋণের ঘাটতি হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে বিভিন্ন বেসরকারী বন্ড, সিকিউরিটিজ, শেয়ার ইত্যাদি কিনে নেয়। ফলে বাজারে অর্থের যোগান বেড়ে যায়, যা এক পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাতে আমানত হিসাবে জমা হয় এবং তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে।

৩. বিধিবদ্ধ জমার হার পরিবর্তন নীতি

পৃথিবীর সব দেশেই তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তার মোট আমানতের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। একে বিধিবদ্ধ জমা বলে। বাংলাদেশে বর্তমানে এই হার ৫%। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ জমার হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ হিসাবে দেওয়ার মতো তহবিল কমে যাওয়ায় দেশে ঋণের পরিমাণ কমে যায়।

অন্যদিকে বাজারে ঋণের পরিমাণ কমে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ জমার হার কমিয়ে দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের অপেক্ষাকৃত কম অংশ বিধিবদ্ধ জমা হিসাবে রাখতে হয় এবং তাদের হাতে ঋণ হিসাবে দেওয়ার মতো তহবিলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে দেশে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়।

খ) নির্বাচনমূলক পদ্ধতি

দেশের কোন একটি বিশেষ খাতের উন্নয়নের জন্য যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ খাতে ঋণ বাড়ানো বা কমানোর বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে তখন তাকে নির্বাচনমূলক পদ্ধতি বা গুণগত পদ্ধতি বলে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে সাধারণভাবে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নয় বরং কোন একটি বিশেষ খাতের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

১. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি

এই নীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেই খাতে বেশি ঋণ প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করে এবং সেখানে উদার মনোভাব পোষণ করে, আবার যেই খাতে ঋণ কমানো উচিত সেখানে বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করে। যেমন আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি চিংড়ি চাষ প্রকল্পে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চায় তবে এজন্য তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে এ খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য একটি কোটা নির্ধারণ করে দিতে হয়। প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বিশেষ ঋণ সুবিধাও দেয়। অন্যদিকে ঋণের পরিমাণ কমাতে চাইলে ঐ খাতে ঋণের কোটা কমিয়ে দিতে পারে। এভাবে বিশেষ খাতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি বলে।

২. ভোগ্যপণ্যের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি

আধুনিক বিশ্বের ব্যাংক ব্যবস্থায় ভোগ্য পণ্য যেমন টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার, মোটরসাইকেল ইত্যাদি কেনার জন্য ব্যাপক ঋণ কর্মসূচী দেখা যায়। ভোগ্যপণ্য কেনার খাতে ঋণের পরিমাণ কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ বিতরকারী ব্যাংকগুলোর জন্য নিয়মনীতি তৈরী করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, ধরি কোন ঋণ প্রকল্পে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ভোগ্য পণ্য কেনার জন্য ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রথম পরিশোধ্য মূল্য (Down Payment) একবারে ২০% এবং পরবর্তী ২০ মাসে সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের বাকি অংশ ফেরত দিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি এই খাতে ঋণের পরিমাণ কমাতে চায় তাহলে প্রথম পরিশোধ্য মূল্য ৩০% এবং পরবর্তী ১০ মাসে সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের বাকি অংশ ফেরত দেওয়ার নিয়ম নির্ধারণ করে দিতে পারে। এতে করে ভোক্তাদের ঋণ গ্রহণের আগ্রহ কমে যায়। অন্যদিকে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের কিস্ড়্রি সংখ্যা বাড়িয়ে ও প্রথম পরিশোধ্য মূল্য কমিয়ে ভোক্তাদের ঋণ গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি করে।

৩. জামানতী ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন নীতি

জামানতযুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ মূল্যের জামানতের বিপক্ষে কত টাকা ঋণ দেওয়া হবে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জামানতী ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ধরা যাক, এ ধরনের একটি প্রকল্পে ১০০ টাকার সম্পদ জমা রেখে ৭০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ৩০% মার্জিন রাখা হয়। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ খাতে ঋণের পরিমাণ কমাতে চাইলে মার্জিনের পরিমাণ বাড়িয়ে ৪০% নির্ধারণ করে দিতে পারে। অর্থাৎ নতুন এই নিয়মে ১০০ টাকার সম্পত্তি জামানত রেখে ৬০ টাকা ঋণ পাওয়া যাবে। এতে ঋণ গ্রহণকারীদের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কমে যাবে এবং ঋণ নিতে চাইলেও

আপনা আপনি প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমে যাবে। অন্যদিকে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মার্জিন কমিয়ে দিতে পারে।

৪. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি

কোন তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্থ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ তালিকাভুক্ত ব্যাংকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন, অতিরিক্ত দন্ডণীয় সুদ চার্জ করা, অতিরিক্ত বিধিবদ্ধ জমা সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া, ব্যাংক রেট বাড়িয়ে দেওয়া, বিলবাট্টা করণে অতিরিক্ত সুদ ধার্য করা, অল্প সময়ের জন্য নিকাশঘরের সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি।

৫. নৈতিক প্ররোচনা পদ্ধতি

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন নির্দেশ জারী না করেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধঃস্তন ব্যাংকগুলোকে বিভিন্নধরনের উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন, দেশে বন্যার ফলে কৃষি খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য অধঃস্তন ব্যাংকগুলোকে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করতে পারে। এতে কিছুটা হলেও ঋণের পরিমাণ বাড়তে পারে।

৬. প্রচারনা পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন প্রয়োজনে বুলেটিন, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। এসমস্ত প্রকাশনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আর্থিক অবস্থা, ব্যাংকিং পরিস্থিতি, মুদ্রানীতি, ঋণনীতি, খাতওয়ারী ঋণের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় তুলে ধরতে পারে। এর ফলে অধঃস্তন ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মন্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়ে, যা তাদের ঋণ ব্যবস্থাপনাকেও প্রভাবিত করে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, একটি দেশের ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে বজায় রাখা কোন সহজ বা সাধারণ কাজ নয়। ফলে কোন একক পদ্ধতি সামগ্রীক ঋণ নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ প্রভাব রাখতে পারে না। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি একই সাথে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব মাফিক বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়।

পাঠ সংক্ষেপ: ৫.২

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ব্যাংক হার বাড়ানো বা কমানোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং দেশে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুবিধাজনক শর্তে সরকারী বন্ড বা সিকিউরিটিজ বাজারে ছাড়ে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ কমে যায় এবং ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ জমার হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকে?
ক) তালিকাভূক্ত ব্যাংকসমূহকে   খ) সরকারকে
গ) উভয়কে   ঘ) কাউকেই নয়

২. একটি দেশের অভ্যন্তরে ঋণের পরিমাণ কতটুকু হওয়া উচিত তা কোন প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে?
ক) বিশ্ব ব্যাংক   খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ) বাণিজ্যিক ব্যাংক   ঘ) কোনটিই নয়

৩. বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করাকে বলে-
ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণ   খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নীতি
গ) ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি   ঘ) কোনটিই নয়

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ দেওয়ার সময় আরোপিত সুদের হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার নীতিকে বলা হয় -
ক) ব্যাংক হার নীতি   খ) ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি
গ) বিধিবদ্ধ জমার হার পরিবর্তন নীতি   ঘ) প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ নীতি

৫. নিচের কোন পদ্ধতিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের নির্বাচনমূলক পদ্ধতি নয়-
ক) ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি   খ) প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাগ্রহণ পদ্ধতি
গ) জামানতী ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন নীতি   ঘ) বিধিবদ্ধ জমার হার পরিবর্তন নীতি

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১

১. খ   ২. ক   ৩. গ   ৪. খ   ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.২

১. গ   ২. খ   ৩. ক   ৪. ক   ৫. ঘ

ক) রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বিস্তারিত আলোচনা কর।
৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝ? কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে?

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে?

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মৌলিক কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. সরকারের ব্যাংক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি কি কাজ করে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫. ব্যাংক হার কাকে বলে? ব্যাংক হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. বিধিবদ্ধ জমা কাকে বলে? বিধিবদ্ধ জমার হার পরিবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্র করে ?

৭. জামানতী ঋণের প্রান্তিক হার পরিবর্তন করে কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় উদাহরণ দাও।